বন্ধন ও মুক্তি

Music — Sitar (theme 1 Marwa)

বন্ধন ও মুক্তি মানবজীবনের দুটি সার সত্য। তার নানা রঙ, নানা স্তর। কখনও তা থাকে ব্যবহারিক জীবনের আচার বিচার প্রথা সংস্কারের সঙ্গে জড়িয়ে, কখনো আত্মানুসন্ধানে, কখনও জ্ঞানে, কখনও প্রেমে, কখনো বা সভ্যতার প্রতি কর্মকান্ডের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বন্ধনের ক্লেশ যেমন সত্য, তার থেকে মুক্তির বাসনাও তেমনই সত্য |

Music — Sitar end

বর্তমান অনুষ্ঠানে আমরা তারই তিনটি রূপকধর্মী উদাহরণ দিতে চেয়েছি রবীন্দ্রনাথের তিনটি রূপকনাট্যের সঙ্কলিত অংশের মধ্যে দিয়ে | নাটকগুলি হল যথাক্রমে আচলায়তন, রাজা ও রক্তকরবী | তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের অন্যান স্থান থেকে গৃহীত কিছু গান ও কবিতা। নাট্যপাঠ, গান ও আবৃত্তি সংমিশ্রিত হয়েছে শুধুমাত্র ভাবসম্ভয়ের সূত্রে। সেদিক থেকে আমাদের পরিকল্পনাটিকে ফিউশান বা সমন্বয়ধর্মী বলা যেতে পারে।

Music — Sitar

১ম দৃশ্য : ঘটনাস্থল অচলায়তন। বহুকাল আগে গুরু এসে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে গিয়েছিলেন। তার পর যুগ বদলে গেছে, প্রতিষ্ঠানের পুরনো নিয়ম কিন্তু আর বদলায়নি। আচার্য অনুভব করেন তিনি জগৎ সংসারের প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরর্থ নিয়মের জালে বন্দী। দিনে দিনে তাঁর বেদনা বেড়ে ওঠে। এমন সময় খবর এল গুরু আসছেন।

Music — Sitar end

Music — Song support — Violin to start

আচার্য - 1 | উপাচার্য — 2 | পঞ্চক - 3

সমবেত সংগীত -

আপনারে দিয়ে রচিলি রে কি এ আপনারই আবরণ!
খুলে দেখ্ দ্বার, অন্তরে তার আনন্দনিকেতন ॥
মুক্তি আজিকে নাই কোনো ধারে, আকাশ সেও যে বাঁধে কারাগারে,
বিষনিশ্বাসে তাই ভরে আসে নিরুদ্ধ সমীরণ ॥

পর্দা ওঠে - মঞ্চে নাটকের চরিত্ররা

Projection on

দৃশ্য ১ — projection — slide 1

Spot on Actor — Spot to follow the entry of other actor

ঠেলে দে আড়াল; ঘুচিবে আঁধার-- আপনারে ফেল্ দূরে--
সহজে তখনি জীবন তোমার অমৃতে উঠিবে পুরে।
শূন্য করিয়া রাখ্ তোর বাঁশি, বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি--
ভিক্ষা না নিবি, তখনি জানিবি ভরা আছে তোর ধন ॥

দৃশ্য ১ — projection — slide 2

Music — Song support end

Full light

আচার্য এতকাল পরে আমাদের গুরু আসছেন।

উপাচার্য তিনি প্রসন্ন হয়েছেন।

আচার্য প্রসন্ন হয়েছেন? তা হবে। হয়তো প্রসন্নই হয়েছেন। কিন্তু কেমন করে জানব?

উপাচার্য নইলে তিনি আসবেন কেন?

আচার্য এক-এক সময়ে মনে ভয় হয় যে, হয়তো অপরাধের মাত্রা পূর্ণ হয়েছে বলেই তিনি আসছেন।

উপাচার্য না, আচার্যদেব, এমন কথা বলবেন না। আমরা কঠোর নিয়ম সমস্তই নিঃশেষে পালন করেছি -- কোনো ত্রুটি ঘটে নি।

আচার্য অনেক দিন থেকে মনের মধ্যে বেদনা জেগে উঠছে, কাউকে বলতে পারছি নে। আমি এই আয়তনের আচার্য; আমার মনকে যখন কোনো সংশয় বিদ্ধ করতে থাকে তখন একলা চুপ করে বহন করতে হয়। এতদিন তাই বহন করে এসেছি। কিন্তু যেদিন পত্র পেয়েছি গুরু আসছেন সেই দিন থেকে মনকে আর যেন চুপ করিয়ে রাখতে পারছি নে। সে কেবলই আমাদের প্রতিদিনের সকল কাজেই বলে বলে উঠছে-- বৃথা, বৃথা, সমস্তই বৃথা।

উপাচার্য আচার্যদেব, বলেন কী। বৃথা, সমস্তই বৃথা?

Spot on Speaker

Music — Sitar

কবিতা —

খাঁচাখানা দুলছে মৃদু হাওয়ায় ;
আর তো কিছুই নড়ে না রে
ওদের ঘরে , ওদের ঘরের দাওয়ায় ।
ওই যে প্রবীণ , ওই যে পরম পাকা ,
চক্ষু - কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা ,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচায় ।

আচার্য প্রথম যখন এখানে সাধনা আরম্ভ করেছিলুম তখন নবীন বয়স, তখন আশা ছিল সাধনার শেষে একটা-কিছু পাওয়া যাবে। সেইজন্যে সাধনা যতই কঠিন হচ্ছিল উৎসাহ আরো বেড়ে উঠছিল। তার পরে সেই সাধনার চক্রে ঘুরতে ঘুরতে একেবারেই ভুলে বসেছিলুম যে, সিদ্ধি বলে কিছু-একটা আছে। আজ গুরু আসবেন শুনে হঠাৎ মনটা থমকে দাঁড়াল-- আজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করলুম, ওরে পণ্ডিত, তোর সব শাস্ত্রই তো পড়া হল, সব ব্রতই তো পালন করলি, এখন বল্ মূর্খ, কী পেয়েছিস। কিছু না কিছু না, । আজ দেখছি-- এই অতিদীর্ঘকালের সাধনা কেবল আপনাকেই আপনি প্রদক্ষিণ করেছে-- কেবল প্রতিদিনের অন্তহীন পুনরাবৃত্তি রাশীকৃত হয়ে জমে উঠেছে।

Spot on Singer

Music — Sitar end

Music — Song support — Violin to start

দৃশ্য ১ — projection — slide 3

সংগীত - 1

দূরে কোথায় দূরে দূরে
মন বেড়ায় গো ঘুরে ঘুরে
যে বাঁশিতে বাতাস কাঁদে
সেই বাঁশিটির সুরে সুরে।
যে পথ সকল দেশ পারায়ে
উদাস হয়ে যায় হারায়ে
সে পথ বেয়ে কাঙাল পরান
যেতে চায় কোন্ অচিন পুরে।

Music — Song support end

দৃশ্য ১ — projection — slide 4

Full Light

উপাচার্য বোলো না, বোলো না, এমন কথা বোলো না। আচার্যদেব, আজ কেন হঠাৎ তোমার মন এত উদ্‌ভ্রান্ত হল!

আচার্য তোমার মনে কি তুমি শান্তি পেয়েছ?

উপাচার্য আমার তো একমুহূর্তের জন্যে অশান্তি নেই।

আচার্য অশান্তি নেই?

উপাচার্য কিছুমাত্র না। আমার অহোরাত্র একেবারে নিয়মে বাঁধা। সে হাজার বছরের বাঁধন। ক্রমেই সে পাথরের মতো বজ্রের মতো শক্ত হয়ে জমে গেছে। এক মুহূর্তের জন্যেও কিছু ভাবতে হয় না। এর চেয়ে আর শান্তি কী হতে পারে?
সেইজন্যেই তো অচলায়তন ছেড়ে আমাদের কোথাও বেরোনো নিষেধ। তাতে যে মনের বিক্ষেপ ঘটে -- শান্তি চলে যায়।

Spot on Singer

দৃশ্য ১ — projection — slide 5
Music — Song support — Percussion to start

সংগীত - 1

ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে
ও বন্ধু আমার!
না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন যে আমার কাটে না রে ॥
বুঝি গো রাত পোহালো,
বুঝি ওই রবির আলো
আভাসে দেখা দিল গগন-পারে--
সমুখে ওই হেরি পথ, তোমার কি রথ পৌঁছবে না মোর-দুয়ারে ॥
আকাশের যত তারা
চেয়ে রয় নিমেষহারা,
বসে রয় রাত-প্রভাতের পথের ধারে।
তোমারি দেখা পেলে সকল ফেলে ডুববে আলোক-পারাবারে।
প্রভাতের পথিক সবে
এল কি কলরবে--
গেল কি গান গেয়ে ওই সারে সারে!
বুঝি-বা ফুল ফুটেছে, সুর উঠেছে অরুণবীণার তারে তারে ॥

Music — Song support end

দৃশ্য ১ — projection — slide 6

Full Light

উপাচার্য আচার্যদেব, তোমাকে এমন বিচলিত হতে কখনো দেখি নি।

আচার্য কী জানি, আমার কেমন মনে হচ্ছে কেবল একলা আমিই না, চারি দিকে সমস্তই বিচলিত হয়ে উঠেছে। আমার মনে হচ্ছে আমাদের এখানকার দেয়ালের প্রত্যেক পাথরটা পর্যন্ত বিচলিত। তুমি এটা অনুভব করতে পারছ না?

উপাচার্য কিছুমাত্র না। এখানকার অটল স্তব্ধতার লেশমাত্র বিচ্যুতি দেখতে পাচ্ছি নে। আমাদের তো বিচলিত হবার কথাও না। আমাদের সমস্ত শিক্ষা কোন্ কালে সমাধা হয়ে গেছে। আমাদের সমস্ত লাভ সমাপ্ত, সমস্ত সঞ্চয় পর্যাপ্ত। আমরা আচার্য এবং ছাত্র, প্রবীণ এবং নবীন, সকলেই স্থির হয়ে বসে আছি। তুমি কি বলতে চাও এতদিন পরে কেউ এসে সেই আমাদের ছায়া নাড়িয়ে দিয়ে যাবে! সর্বনাশ!

আচার্য সর্বনাশই তো!

উপাচার্য তা হলে হবে কী! এতদিন যারা স্তব্ধ হয়ে আছে তাদের কি আবার উঠতে হবে?

Spot on Speaker

Music — Sitar

আচার্য আমি তো তাই সামনে দেখছি। সে কি আমার স্বপ্ন! অথচ আমার তো মনে হচ্ছে এই-সমস্তই স্বপ্ন-- এই পাথরের প্রাচীর, এই বন্ধ দরজা, এইসব নানা রেখার গণ্ডি, এই স্তূপাকার পুঁথি, এই অহোরাত্র মন্ত্রপাঠের গুঞ্জনধ্বনি-- সমস্তই স্বপ্ন।

কবিতা —

বাহিরপানে তাকায় না যে কেউ ,
দেখে না যে বাণ ডেকেছে
জোয়ার-জলে উঠছে প্রবল ঢেউ ।
চলতে ওরা চায় না মাটির ছেলে
মাটির 'পরে চরণ ফেলে ফেলে ,
আছে অচল আসনখানা মেলে
যে যার আপন উচ্চ বাঁশের মাচায় ,
আয় অশান্ত , আয় রে আমার কাঁচা ।

Music — Sitar end

Spot on both Speaker

উপাচার্য ওই-যে পঞ্চক আসছে। পাথরের মধ্যে কি ঘাস বেরোয়। এমন ছেলে আমাদের আয়তনে কী করে সম্ভব হল! শিশুকাল থেকেই ওর ভিতর এমন-একটা প্রবল অনিয়ম আছে, তাকে কিছুতেই দমন করা গেল না। ঐ বালককে আমার ভয় হয়। ঐ আমাদের দুর্লক্ষণ। এই আয়তনের মধ্যে ও কেবল তোমাকেই মানে। তুমি ওকে একটু ভর্ৎসনা করে দিয়ো।

Spot follows Exit - Spot on Speaker

Music — Sitar

কবিতা —

তোরে হেথায় করবে সবাই মানা ।
হঠাৎ আলো দেখবে যখন
ভাববে এ কী বিষম কাণ্ডখানা ।
সংঘাতে তোর উঠবে ওরা রেগে ,
শয়ন ছেড়ে আসবে ছুটে বেগে ,
সেই সুযোগে ঘুমের থেকে জেগে
লাগবে লড়াই মিথ্যা এবং সাঁচায় ।
আয় প্রচণ্ড , আয় রে আমার কাঁচা ।

Music — Sitar end

Spot on Singer — Spot on actor — Spot follows other actor

দৃশ্য ১ — projection — slide 7

Music — Song support

সংগীত - 2

আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না ॥
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে--
তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না ॥
শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে--
সহজ পথে চলব ভেবে পড়ব না, পাঁকের 'পরে পড়ব না ॥
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে--
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে সরব না ॥

Music — Song support end

Full light

আচার্য বৎস পঞ্চক !

পঞ্চক কোন বিশেষ আদেশ আছে প্রভু।

আচার্য আদেশ করব-- তোমাকে! সে আর আমার দ্বারা হয়ে উঠবে না।

পঞ্চক কেন আদেশ করবেন না প্রভু। আমি যে আচার রক্ষা করতে পারি নি, তাই ।

আচার্য কেন পার নি বৎস?

পঞ্চক প্রভু, কেন, তা আমি বলতে পারি নে। যে- চক্র কেবল অভ্যাসের চক্র, যা কোনো জায়গাতেই নিয়ে যায় না, কেবল নিজের মধ্যেই ঘুরিয়ে মারে । তা আমার পারবার উপায় নেই।

আচার্য তুমি তো জান, এখানকার যে নিয়ম সেই নিয়মকে আশ্রয় করে হাজার বছর হাজার হাজার লোক নিশ্চিন্ত আছে। আমরা যে খুশি তাকে কি ভাঙতে পারি?

পঞ্চক আচার্যদেব, যে নিয়ম সত্য, তাকে ভাঙতে না দিলে তার যে পরীক্ষা হয় না।
আমি কোনো তর্ক করব না। আপনি নিজমুখে যদি আদেশ করেন যে, আমাকে সমস্ত নিয়ম পালন করতেই হবে তা হলে পালন করব। আমি আচার-অনুষ্ঠান কিছুই জানি নে, আমি আপনাকেই জানি।

আচার্য তোমাকে যখন দেখি আমি মুক্তিকে যেন চোখে দেখতে পাই। এত চাপেও যখন দেখলুম তোমার মধ্যে প্রাণ কিছুতেই মরতে চায় না তখনই আমি প্রথম বুঝতে পারলুম মানুষের মন মন্ত্রের চেয়ে সত্য, হাজার বছরের অতিপ্রাচীন আচারের চেয়ে সত্য। যাও বৎস, তোমার পথে তুমি যাও। আমাকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা কোরো না।

পঞ্চক আচার্যদেব, আপনি জানেন না কিন্তু আপনিই আমাকে নিয়মের চাকার নীচে থেকে টেনে নিয়েছেন।

আচার্য কেমন করে বৎস?

পঞ্চক তা জানি নে, কিন্তু আপনি আমাকে এমন একটা-কিছু দিয়েছেন যা আচারের চেয়ে নিয়মের চেয়ে অনেক বেশি।

Spot on Singer

Music — Song support — parcasion to start
দৃশ্য ১ — projection — slide 8

সংগীত - 2

ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে,
তারে আজ থামায় কে রে।
সে যে আকাশ-পানে হাত পেতেছে,
তারে আজ নামায় কে রে।
ওরে ওরে ওরে, আমার মন মেতেছে, আমারে থামায় কে রে॥
ওরে ভাই, নাচ্ রে ও ভাই, নাচ্ রে--
আজ ছাড়া পেয়ে বাঁচ্ রে--
লাজ ভয় ঘুচিয়ে দে রে।
তোরে আজ থামায় কে রে॥

Music — Song support end
Music — Sitar

Spot on Speaker

পঞ্চক নববর্ষার সজল হাওয়ায় উড়ে যাক সব শুকনো পাতা-- আয় রে নবীন কিশলয়-- তোরা ছুটে আয়, তোরা ফুটে বেরো। আকাশের ঘন নীল মেঘের মধ্যে মুক্তির ডাক উঠেছে- "আজ নৃত্য কর্ রে নৃত্য কর্'।

Spot follows Exit

Music — Sitar end

Music — Song support

Multicolor Light for Group Dance

সমবেত নৃত্য

সমবেত সংগীত -

ঘন শ্রাবণধারা
যেমন বাঁধনহারা
বাদল বাতাস যেমন ডাকাত
আকাশ লুটে ফেরে।
হারে রে রে রে রে
আমায় রাখবে ধরে কে রে।
দাবানলের নাচন যেমন
সকল কানন ঘেরে।
বজ্র যেমন বেগে
গর্জে ঝড়ের মেঘে
অট্টহাস্যে সকল বিঘ্নবাধার বক্ষ চেরে।

Music — Song support end

Light Off

মঞ্চ অন্ধকার হয় পরবর্তী দৃশ্যের জন্য

Music — Sitar (theme 2 Bageshri)

দৃশ্য ২ — Projection — Slide 9

রানী সুর্দশনার বাস অন্ধকার ঘরে। রাজা তাকে অনেক মান দিয়ে রানী করে এনেছেন, কিন্তু আলোতে দেখা দেন নি। বিশ্ববিধাতা রাজা কাউকেই দেখা দেন না। তাঁর বেঁধে দেওয়া নিয়মে দেশ চলে। সকলেই যে যার ইচ্ছামত তাঁর এক একটা রূপ ভেবে নেয় | সবাই তাঁর প্রজা | সেই প্রভু প্রিয় পরমধনকে না দেখে, না খুঁজে, ভুল পথে খুঁজে, ভুল বুঝেও সকলের জীবন কেটে যাচ্ছে, যেমন যাচ্ছে শরনাগত দাসী সুরঙ্গমার। কিন্তু সুর্দশনা সে যে রানী। সে রাজাকে দেখবে। দেখবেই। এই অজ্ঞানতা তার বন্ধন। এই বন্ধনে সে আর্ত।

Spot on both Dancers — Spot on Speakers

Music — Sitar end

দৃশ্য ২ — Projection — Slide 10

সুদর্শনা - 4 | সুরঙ্গামা - 5

নৃত্য — রানী ও সুরঙ্গামা

সুদর্শনা আলো, আলো কই। এ ঘরে কি একদিনও আলো জ্বলবে না।

সুরঙ্গামা আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা— এই অন্ধকারে কেবল একলা তোমার সঙ্গে মিলন।

সুদর্শনা সত্যি করে বল্ দেখি আমার রাজাকে দেখতে কেমন। আমি একদিনও তাঁকে চোখে দেখলুম না। অন্ধকারেই আমার কাছে আসেন, অন্ধকারেই যান। কত লোককে জিজ্ঞাসা করি, কেউ স্পষ্ট করে জবাব দেয় না। সবাই যেন কী-একটা লুকিয়ে রাখে। তিনি কি সুন্দর--

সুরঙ্গমা আমি সত্যি বলছি রানী, ভালো করে বলতে পারব না। না, লোকে যাকে সুন্দর বলে তিনি তা নন।

সুদর্শনা বলিস কী !সুন্দর নন?

সুরঙ্গমা না রানীমা !সুন্দর বললে তাঁকে ছোটো করে বলা হবে।

সুদর্শনা তোর সব কথা ঐ এক-রকম। কিছু বোঝা যায় না।

Spot on Performing Dancer — Spot on Singer

Music — Song support — Violin to start

নৃত্য — রানী

সংগীত - 3

আহা, তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা, প্রিয় আমার, ওগো প্রিয়--
বড়ো উতলা আজ পরান আমার, খেলাতে হার মানবে কি ও॥
কেবল তুমিই কি গো এমনি ভাবে রাঙিয়ে মোরে পালিয়ে যাবে।
তুমি সাধ ক'রে, নাথ, ধরা দিয়ে আমারও রঙ বক্ষে নিয়ো--
এই হৃৎকমলের রাঙা রেণু রাঙাবে ওই উত্তরীয়॥

Music — Song support end

Music — Sitar

Spot on both Dancers - Spot on Speakers

সুরঙ্গমা ঐ-যে রানীমা, একটা হাওয়া আসছে।

সুদর্শনা হাওয়া? কোথায় হাওয়া।

সুরঙ্গমা ঐ-যে গন্ধ পাচ্ছ না?

সুদর্শনা না, কই, গন্ধ পাচ্ছি নে তো।

সুরঙ্গমা বড়ো দরজাটা খুলেছে -তিনি আসছেন, ভিতরে আসছেন।

সুদর্শনা তুই কেমন করে টের পাস।

সুরঙ্গমা কী জানি । আমার মনে হয় যেন আমার বুকের ভিতরে পায়ের শব্দ পাচ্ছি।

Spot on Performing Dancer — Spot on Singer

Music — Sitar end

Music — Song support

সুরঙ্গমার প্রস্থান

সংগীত - 3

নৃত্য — রানী

কার পদপরশন-আশা তৃণে তৃণে অর্পিল ভাষা,
সমীরণ বন্ধনহারা উন্মন কোন্ বনগন্ধে॥

মোর বীণা ওঠে কোন্ সুরে বাজি কোন্ নব চঞ্চল ছন্দে।
মম অন্তর কম্পিত আজি নিখিলের হৃদয়স্পন্দে॥
আসে কোন্ তরুণ অশান্ত, উড়ে বসনাঞ্চলপ্রান্ত,
আলোকের নৃত্যে বনান্ত মুখরিত অধীর আনন্দে।

Light Off

Music - Sitar (40 sec)

দৃশ্য ২ — Projection — Slide 11

Place the Bina on the stage

রাজা — 6 | সুদর্শনা — 4

নৃত্য — রানী

Spot on Performing Dancer - Spot on Speakers — Spot on Stage Setup

Music — Sitar end

রাজা আলোয় তুমি হাজার হাজার জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে আমাকে দেখতে চাও? এই গভীর অন্ধকারে আমি তোমার একমাত্র হয়ে থাকি-না কেন।

সুদর্শনা সবাই তোমাকে দেখতে পায়, আমি রানী হয়ে দেখতে পাব না?

রাজা কে বললে দেখতে পায়। মূঢ় যারা তারা মনে করে" দেখতে পাচ্ছি'।

সুদর্শনা তা হোক, আমাকে দেখা দিতেই হবে।

রাজা চোখে দেখতে গেলে ভুল দেখবে -- সহ্য করতে পারবে না--কষ্ট হবে। অন্তরে দেখো মন শুদ্ধ করে।

Spot on Singer

দৃশ্য ২ — Projection — Slide 12

Music — Song support — Violin to start

সংগীত - 1

অরূপবীণা রূপের আড়ালে লুকিয়ে বাজে,
সে বীণা আজি উঠিল বাজি হৃদয়মাঝে॥
ভুবন আমার ভরিল সুরে, ভেদ ঘুচে যায় নিকটে দূরে,
সেই রাগিণী লেগেছে আমার সকল কাজে॥
হাতে-পাওয়ার চোখে-চাওয়ার সকল বাঁধন
গেল কেটে আজ, সফল হল সকল কাঁদন।
সুরের রসে হারিয়ে যাওয়া সেই তো দেখা, সেই তো পাওয়া—
বিরহ মিলন মিলে গেল আজ সমান সাজে॥

Music — Song support end

Music — Sitar

দৃশ্য ২ — Projection — Slide 13

Spot on Performing Dancer - Spot on Speakers

রাজা আমার কোনো রূপ কি তোমার মনে আসে না।

সুদর্শনা একরকম করে আসে বৈকি !নইলে বাঁচব কী করে।

রাজা কী রকম দেখছ।

সুদর্শনা সে তো একরকম নয়। নববর্ষার দিনে জলভরা মেঘে আকাশের শেষ প্রান্তে বনের রেখা যখন নিবিড় হয়ে ওঠে, তখন বসে বসে মনে করি আমার রাজার রূপটি বুঝি এইরকম --এমনি নেমে-আসা, এমনি ঢেকে-দেওয়া, এমনি চোখ-জুড়ানো, এমনি হৃদয়-ভরানো, চোখের পল্লবটি এমনি ছায়ামাখা, মুখের হাসিটি এমনি গভীরতার-মধ্যে-ডুবে-থাকা।

Spot on Dancer - Spot on Speaker

কবিতা —

ফাল্গুনের সূর্য যবে
দিল কর প্রসারিয়া সঙ্গীহীন দক্ষিণ অর্ণবে ,
অতল বিরহ তার যুগযুগান্তের
উচ্ছ্বসিয়া ছুটে গেল নিত্য-অশান্তের
সীমানার ধারে ;
ব্যথার ব্যথিত কারে
ফিরিল খুঁজিয়া ,
বেড়ালো যুঝিয়া
আপন তরঙ্গদল-সাথে ।
অবশেষে রজনীপ্রভাতে ,
জানে না সে কখন দুলায়ে গেল চলি
বিপুল নিশ্বাসবেগে একটুকু মল্লিকার কলি ।
উদ্‌বারিল গন্ধ তার ,
সচকিয়া লভিল সে গভীর রহস্য আপনার ।
এই বার্তা ঘোষিল অম্বরে —
সমুদ্রের উদ্‌বোধন পূর্ণ আজি পুষ্পের অন্তরে ।

Music — Sitar end

Spot on Performing Dancer - Spot on Speakers

রাজা এত বিচিত্ররূপ দেখছ, তবে কেন সব বাদ দিয়ে কেবল একটি বিশেষ মূর্তি দেখতে চাচ্ছ। সেটা যদি তোমার মনের মতো না হয় তবে তো সমস্ত গেল।

সুদর্শনা মনের মতো হবে নিশ্চয় জানি।

রাজা মন যদি তার মতো হয় তবেই সে মনের মতো হবে। আগে তাই হোক।

সুদর্শনা সত্য বলছি, এই অন্ধকারের মধ্যে তোমাকে দেখতে না পাই অথচ তুমি আছ বলে জানি, তখন এক-একবার কেমন-একটা ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে!

রাজা প্রেমের মধ্যে ভয় না থাকলে তার রস হালকা হয়ে যায় ।রস নিবিড় হয়না । সে ভয়ে দোষ কী।

সুদর্শনা আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করি, এই অন্ধকারের মধ্যে তুমি আমাকে দেখতে পাও?

রাজা পাই বৈকি।

সুদর্শনা কেমন করে দেখতে পাও। আচ্ছা, কী দেখ।

Music — Sitar

রাজা আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার মধ্যে দেহ নিয়েছে যুগযুগান্তরের ধ্যান, লোকলোকান্তরের আলোক, বহু শত শরৎ-বসন্তের ফুল ফল। তুমি বহুপুরাতনের নূতন রূপ।

সুদর্শনা আমার এত রূপ !তোমার কাছে যখন শুনি বুক ভরে ওঠে। কিন্তু ভালো করে প্রত্যয় হয় না; নিজের মধ্যে তো দেখতে পাই নে।

রাজা নিজের আয়নায় দেখা যায় না --ছোটো হয়ে যায়। আমার চিত্তের মধ্যে যদি দেখতে পাও তো দেখবে, সে কত বড়ো !আমার হৃদয়ে তুমি যে আমার দ্বিতীয়, তুমি সেখানে কি শুধু তুমি!

Light Off

দৃশ্য ২ — Projection — Slide 14

Music — Sitar (Jhala)

সুদর্শনা এ-কথা মানিল না। যাহারা মায়ার দ্বারা চোখ ভোলায় তাহাদের রূপ দেখিয়া রাজা বলিয়া ভুলিল | তখন তাহার চারিদিকে আগুন লাগিল, অন্তরের রাজাকে ছাড়িতেই তাহাকে লইয়া বাহিরের নানা মিথ্যা রাজার দলে লড়াই বাধিয়া গেল | সেই অগ্নিদাহের ভিতর দিয়া আপন রাজার সহিত তাহার পরিচয় ঘটিল |

Spot on Performing Dancer - Spot on Speakers

রাজা ভয় নেই, তোমার ভয় নেই। আগুন এ ঘরে এসে পৌঁছবে না।

সুদর্শনা আমি কি তোমাকে এমন সর্বনাশের মধ্যে দেখতে চেয়েছিলুমকী দেখলুম জানি নে !, কিন্তু বুকের মধ্যে এখনো কাঁপছে।

রাজা কেমন দেখলে রানী।

সুদর্শনা ভয়ানক, সে ভয়ানক। সে আমার স্মরণ করতেও ভয় হয়। কালো, কালো, তুমি কালো। আমি কেবল মুহূর্তের জন্যে চেয়েছিলুম। তোমার মুখের উপর আগুনের আভা লেগেছিল— আমার মনে হল, ধূমকেতু যে আকাশে উঠেছে সেই আকাশের মতো তুমি কালো। তখনই চোখ বুজে ফেললুম, আর চাইতে পারলুম না— ঝড়ের মেঘের মতো কালো, কূলশূন্য সমুদ্রের মতো কালো— তারই তুফানের উপরে সন্ধ্যার রক্তিমা।

রাজা আমি তো তোমাকে পূর্বেই বলেছি, যে লোক আগে থাকতে প্রস্তুত না হয়েছে সে যখন আমাকে হঠাৎ দেখে সইতে পারে না; আমাকে বিপদ বলে মনে ক'রে আমার কাছ থেকে উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে চায়। এমন কতবার দেখেছি। সেইজন্যে সেই দুঃখ থেকে বাঁচিয়ে ক্রমে ক্রমে তোমার কাছে পরিচয় দিতে চেয়েছিলুম।

যে কালো দেখে আজ তোমার বুক কঁপে গেছে সেই কালোতেই একদিন তোমার হৃদয় স্নিগ্ধ হয়ে যাবে। নইলে আমার ভালোবাসা কিসের।

সুদর্শনা আমার প্রমোদবনে, আমার রানীর ঘরে, তোমাকে দেখতে চেয়েছিলুম বলেই তোমাকে এমন বিরূপ দেখেছিলুম— সেখানে তোমার দাসের অধম দাসকেও তোমার চেয়ে চোখে সুন্দর ঠেকে। তোমাকে তেমন করে দেখবার তৃষ্ণা আমার একেবারে ঘুচে গেছে। তুমি সুন্দর নও প্রভু, সুন্দর নও, তুমি অনুপম।

Spot on Singer — Spot on Dancer

Music — Sitar end

Music — Song support

সংগীত - 3

সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত—
স্বর্ণে রত্নে শোভন লোভন জানি, বর্ণে বর্ণে রচিত ॥
খড়্গ তোমার আরো মনোহর লাগে বাঁকা বিদ্যুতে আঁকা সে
গরুড়ের পাখা রক্ত রবির রাগে যেন গো অস্ত-আকাশে ॥
জীবনশেষের শেষজাগরণসম ঝলসিছে মহাবেদনা—
নিমেষে দহিয়া যাহা-কিছু আছে মম তীব্র ভীষণ চেতনা।
সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি তারায় তারায় খচিত—
খড়্গ তোমার, হে দেব বজ্রপাণি, চরম শোভায় রচিত ॥

Music — Song support end

Light Off

মঞ্চ অন্ধকার হয় পরবর্তী দৃশ্যের জন্য

Change stage setup - ravana

Music — Sitar (theme 3 Darbari)

৩য় দৃশ্য - Projection — Slide 15

নাটকের নাম রক্তকবরী। স্থান যক্ষপুরী। এখানে পাতালে যক্ষের ধন পোঁতা আছে। লক্ষ লোক সেখান থেকে তা খুঁড়ে তোলবার কাজে নিযুক্ত।

Music — Sitar end

৩য় দৃশ্য - Projection — Slide 16

এ যক্ষপুরী কোনো কল্পনিক স্থান নয়। এ হল বর্তমান সভ্যতার একটা স্তর। আমরাও তার অন্তর্গত। এই সভ্যতা তৈরি করেছে বিজ্ঞান - মানুষের বিদ্যা, শক্তি ও প্রতিভার সমন্বয়। সেই সম্মিলিত শক্তিই রাজা। কিন্ত সে রাজা থাকে জালের আড়ালে। তার অহংকারের সুযোগ নিয়ে কৌশলে তাকে বন্দি করে রেখেছে একটা ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাই রাজাকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে।

Music — Sitar

জেনে, বা না জেনে, মহাশক্তিধর যে মানুষটি এখানে বন্দি হয়ে আছে, আজ সে অনুভব করছে ভিতরে ভিতরে সে কতখানি রিক্ত। তার প্রাণ, তার প্রেম, তার যৌবন, তার আকাশ, তার আলো সবই আজ নিঃশোষিতপ্রায়। মহাকালের নিয়মে, হয়তো বা রাজার আবচেতন ইচ্ছেয়, আজ এই পাতালপুরীতে এসেছে নন্দিনী। প্রানের প্রতীক, প্রেমের প্রতীক, আনন্দের প্রতীক নন্দিনী এসেছে রাজাকে উদ্ধার করতে।

Music — Sitar end

Colour Light for Group Dance

Music — Song support

সমবেত নৃত্য , নন্দিনী

সমবেত সংগীত -

মাটি তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে,
আয় আয় আয়।
ডালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে-
মরি হায় হায় হায়।
হাওয়ার নেশায় উঠল মেতে,
দিগ্ বধূরা ফসলখেতে,
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে ধরার আঁচলে-
মরি হায় হায় হায়।

Music — Song support end

নন্দিনী- 7 | রাজা - 8

নৃত্য - নন্দিনী

Spot on Dancer — Spot on Speakers — Spot on Stage Setup (always)

নন্দিনী শুনতে পাচ্ছ?

রাজা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু বারে বারে ডেকো না, আমার সময় নেই ।

নন্দিনী আজ খুশিতে আমার মন ভরে আছে। সেই খুশি নিয়ে তোমার ঘরের মধ্যে যেতে চাই।

রাজা না, ঘরের মধ্যে না, যা বলতে হয় বাইরে থেকে বলো। আমি পর্বতের চূড়ার মতো, শূন্যতাই আমার শোভা।

নন্দিনী সেই চূড়ার বুকেও ঝরনা ঝরে। জাল খুলে দাও, ভিতরে যাব।

রাজা আসতে দেব না, কী বলবে শীঘ্র বলো। সময় নেই।

Music - Sitar

নন্দিনী অদ্ভুত তোমার শক্তি। যেদিন আমাকে তোমার ভাণ্ডারে ঢুকতে দিয়েছিলে, তোমার সোনার তাল দেখে কিছু আশ্চর্য হই নি, কিন্তু যে বিপুল শক্তি দিয়ে অনায়াসে সেইগুলোকে নিয়ে চুড়ো করে সাজাচ্ছিলে, তাই দেখে মুগ্ধ হয়েছিলুম। তবু বলি, সোনার পিণ্ড কি তোমার ঐ হাতের আশ্চর্য ছন্দে সাড়া দেয়, যেমন সাড়া দিতে পারে ধানের খেত। আচ্ছা রাজা, বলো তো, পৃথিবীর এই মরা ধন দিনরাত নাড়াচাড়া করতে তোমার ভয় হয় না?

রাজা কেন, ভয় কিসের।

নন্দিনী পৃথিবী আপনার প্রাণের জিনিস আপনি খুশি হয়ে দেয়। কিন্তু যখন তার বুক চিরে মরা হাড়গুলোকে ঐশ্বর্য বলে ছিনিয়ে নিয়ে আস তখন অন্ধকার থেকে একটা কানা রাক্ষসের অভিসম্পাত নিয়ে আস।

রাজা অভিসম্পাত?

নন্দিনী হাঁ, খুনোখুনি কাড়াকাড়ির অভিসম্পাত। দেখছ না, এখানে সবাই যেন কেমন রেগে আছে, কিম্বা সন্দেহ করছে, কিম্বা ভয় পাচ্ছে?

রাজা শাপের কথা জানি নে। এ জানি যে আমরা শক্তি নিয়ে আসি। আমার শক্তিতে তুমি খুশি হও, নন্দিন?

নন্দিনী ভারি খুশি লাগে। তাই তো বলছি আলোতে বেরিয়ে এসো, মাটির উপর পা দাও, পৃথিবী খুশি হয়ে উঠুক।

Spot on Dancer — Spot on Singer

Music — Sitar end

Music — Song support

সংগীত - 4

নৃত্য নন্দিনী

মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুশি হল।

ঘরেতে আজ কে রবে গো, খোলো দুয়ার খোলো।
আলোর হাসি উঠল জেগে,
পাতায় পাতায় চমক লেগে
বনের খুশি ধরে না গো, ওই যে উথলে--
মরি হায় হায় হায়॥

Music — Song support end

৩য় দৃশ্য - Projection — Slide 17

Spot on Dancer — Spot on Speakers

রাজা পৃথিবীর নীচের তলার পিণ্ড পিণ্ড পাথর লোহা, সোনা, সেইখানে রয়েছে জোরের মূর্তি। উপরের তলায় একটুখানি কাঁচা মাটিতে ঘাস উঠছে, ফুল ফুটছে -- সেইখানে রয়েছে জাদুর খেলা। দুর্গমের থেকে হীরে আনি, মানিক আনি; সহজের থেকে ঐ প্রাণের জাদুটুকু কেড়ে আনতে পারি নে।

নন্দিনী তোমার এত আছে, তবু কেবলই অমন লোভীর মতো কথা বল কেন।

রাজা আমার যা আছে সব বোঝা হয়ে আছে। সোনাকে জমিয়ে তুলে তো পরশমণি হয় না, -- শক্তি যতই বাড়াই যৌবনে পৌঁছল না। তাই পাহারা বসিয়ে তোমাকে বাঁধতে চাই; রঞ্জনের মতো আমার যৌবন থাকলে, ছাড়া রেখেই তোমাকে

বাঁধতে পারতুম। এমনি করে বাঁধনের রশিতে গাঁট দিতে দিতেই সময় গেল। হায় রে, আর-সব বাঁধা পড়ে, কেবল আনন্দ বাঁধা পড়ে না। নন্দিনী, তুমি কি জান, বিধাতা তোমাকেও রূপের মায়ার আড়ালে অপরূপ পরে রেখেছেন? তার মধ্যে থেকে ছিনিয়ে তোমাকে আমার মুঠোর ভিতর পেতে চাচ্ছি, কিছুতেই ধরতে পারছি নে। আমি তোমাকে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখতে চাই, না পারি তো ভেঙেচুরে ফেলতে চাই।

নন্দিনী তুমি তো নিজেকেই জালে বেঁধেছ, তার পরে কেন এমন ছটফট করছ বুঝতে পারি নে।

Music — Sitar

রাজা বুঝতে পারবে না। আমি প্রকাণ্ড মরুভূমি -- তোমার মতো একটি ছোট্ট ঘাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বলছি, আমি তপ্ত, আমি রিক্ত, আমি ক্লান্ত। তৃষ্ণার দাহে এই মরুটা কত উর্বরা ভূমিকে লেহন করে নিয়েছে, তাতে মরুর পরিসরই বাড়ছে, ঐ একটুখানি দুর্বল ঘাসের মধ্যে যে প্রাণ আছে তাকে আপন করতে পারছে না।

Spot on Speaker

কবিতা —

পর্বতের অন্য প্রান্তে ঝর্ঝরিয়া ঝরে রাত্রিদিন
নির্ঝরিণী ;
এ মরুপ্রান্তের তৃষ্ণা হল শান্তিহীন
পলাতকা মাধুর্যের কলস্বরে ।
শুধু ওই ধ্বনি
তৃষিত চিত্তের যেন বিদ্যুতে খচিত বজ্রমণি
বেদনায় দোলে বক্ষে ।
কৌতুকচ্ছুরিত হাস্য তার
মর্মের শিরায় মোর তীব্রবেগে করিছে বিস্তার
জ্বালাময় নৃত্যস্রোত ।

Spot on Dancer — Spot on Speakers

নৃত্য - নন্দিনী

নন্দিনী তোমার এ-সব কথা আমি ভালো বুঝতে পারি নে। তুমি-যে এত ক্লান্ত তোমাকে দেখে তো তা মনেই হয় না। আমি তো তোমার মস্ত জোরটাই দেখতে পাচ্ছি।

রাজা নন্দিন, একদিন দূরদেশে আমারই মতো একটা ক্লান্ত পাহাড় দেখেছিলুম। বাইরে থেকে বুঝতেই পারি নি তার সমস্ত পাথর ভিতরে ভিতরে ব্যথিয়ে উঠেছে। একদিন গভীর রাতে ভীষণ শব্দ শুনলুম, যেন কোন্‌ দৈত্যের দুঃস্বপ্ন গুমরে গুমরে হঠাৎ ভেঙে গেল। সকালে দেখি পাহাড়টা ভূমিকম্পের টানে মাটির নীচে তলিয়ে গেছে। শক্তির ভার নিজের অগোচরে কেমন করে নিজেকে পিষে ফেলে, সেই পাহাড়টাকে দেখে তাই বুঝেছিলুম। আর, তোমার মধ্যে একটা জিনিস দেখছি — সে এর উলটো।

নন্দিনী আমার মধ্যে কী দেখছ।

রাজা বিশ্বের বাঁশিতে নাচের যে ছন্দ বাজে সেই ছন্দ। সেই ছন্দে বস্তুর বিপুল ভার হালকা হয়ে যায়। সেই ছন্দে গ্রহনক্ষত্রের দল ভিখারি নটবালকের মতো আকাশে আকাশে নেচে বেড়াচ্ছে। সেই নাচের ছন্দেই নন্দিনী, তুমি এমন সহজ হয়েছ, এমন সুন্দর।

নন্দিনী তুমি নিজেকে সবার থেকে হরণ করে রেখে বঞ্চিত করেছ; সহজ হয়ে ধরা দাও না কেন।

রাজা নিজেকে গুপ্ত রেখে বিশ্বের বড়ো বড়ো মালখানার মোটা মোটা জিনিস চুরি করতে বসেছি। কিন্তু যে দান বিধাতার হাতের মুঠির মধ্যে ঢাকা, সেখানে তোমার চাঁপার কলির মতো আঙুলটি যতটুকু পৌঁছয়, আমার সমস্ত দেহের জোর তার কাছ দিয়ে যায় না। বিধাতার সেই বন্ধ মুঠো আমাকে খুলতেই হবে।

নন্দিনী আমি যাই।

রাজা আচ্ছা যেয়ো - কিন্তু জানলার বাইরে এই হাত বাড়িয়ে দিচ্ছি, তোমার হাতখানি একবার এর উপর রাখো।

Spot on Dancers — Spot on Singers

Music — Sitar end

Music — Song Support — violin to start

সমবেত নৃত্য , নন্দিনী

সমবেত সংগীত -

ওরে ঝড় নেমে আয়, আয় রে আমার শুকনো পাতার ডালে,
এই বরষায় নবশ্যামের আগমনের কালে ॥
যা উদাসীন, যা প্রাণহীন, যা আনন্দহারা,
চরম রাতের অশ্রুধারায় আজ হয়ে যাক সারা—
যাবার যাহা যাক সে চলে রুদ্র নাচের তালে ॥
আসন আমার পাততে হবে রিক্ত প্রাণের ঘরে,
নবীন বসন পরতে হবে সিক্ত বুকের 'পরে ।
নদীর জলে বান ডেকেছে কূল গেল তার ভেসে,
যূথীবনের গন্ধবাণী ছুটল নিরুদ্দেশে—
পরান আমার জাগল বুঝি মরণ-অন্তরালে ॥

Music — Song support end

Spot on Dancer — Spot on Speakers

নৃত্য - নন্দিনী

নন্দিনী মা গো, তোমার হাতে ওটা কী?

রাজা একটা মরা ব্যাঙ।

নন্দিনী কী করবে ওকে নিয়ে?

রাজা এই ব্যাঙ একদিন একটা পাথরের কোটরের মধ্যে ঢুকেছিল। তারই আড়ালে তিন হাজার বছর ছিল টিঁকে। এইভাবে কী করে টিঁকে থাকতে হয় তারই রহস্য ওর কাছ থেকে শিখছিলুম। কিন্তু, কী করে বেঁচে থাকতে হয় তা ও জানে না। আজ আর ভালো লাগল না, পাথরের আড়াল ভেঙে ফেললুম, এই নিরন্তর টিঁকে-থাকার থেকে ওকে দিলুম মুক্তি। ভালো খবর নয়?

নন্দিনী হঠাৎ তোমার এ কী ভাব! লোকে তোমাকে ভয় করে এইটেই দেখতে ভালোবাস? আমাদের গাঁয়ের শ্রীকণ্ঠ যাত্রায় রাক্ষস সাজে-- সে যখন আসরে নামে তখন ছেলেরা আঁতকে উঠলে সে ভারি খুশী হয়। তোমারও যে সেই দশা। আমার কী মনে হয় সত্যি বলব? রাগ করবে না?

রাজা কী বলো দেখি।

নন্দিনী ভয় দেখাবার ব্যাবসা এখানকার মানুষের। তোমাকে তাই তারা জাল দিয়ে ঘিরে অদ্ভুত সাজিয়ে রেখেছে। এই জুজুর পুতুল সেজে থাকতে লজ্জা করে না!

রাজা কী বলছ, নন্দিনী?

নন্দিনী এতদিন যাদের ভয় দেখিয়ে এসেছ তারা ভয় পেতে একদিন লজ্জা করবে।

Music — Sitar

রাজা তোমার স্পর্ধা তো কম নয়। এতদিন যা-কিছু ভেঙে চুরমার করেছি তারই রাশকরা পাহাড়ের চূড়ার উপরে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেখাতে ইচ্ছে করছে। তার পরে আমার শেষ ভাঙাটা ভেঙে ফেলি। সৃষ্টিকর্তার চাতুরী আমি ভাঙি। বিশ্বের মর্মস্থানে যা লুকোনো আছে তা ছিনিয়ে নিতে চাই, সেই-সব ছিন্ন প্রাণের কান্না। গাছের থেকে আগুন চুরি করতে হলে তাকে পোড়াতে হয়। নন্দিনী, তোমার ভিতরেও আছে আগুন, রাঙা আগুন। একদিন দাহন করে তাকে বের করব, তার আগে নিষ্কৃতি নেই।

Spot on Singer — Spot on Dancer

৩য় দৃশ্য - Projection — Slide 18

Music — Sitar end

Music — Song Support

সংগীত - 4

ওরে, আগুন আমার ভাই,
আমি তোমারই জয় গাই।
তোমার ওই শিকল-ভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই।।
তুমি দু হাত তুলে আকাশ-পানে মেতেছ আজ কিসের গানে,
একি আনন্দময় নৃত্য অভয় বলিহারি যাই।।
যেদিন ভবের মেয়াদ ফুরোবে ভাই, আগল যাবে সরে—
সেদিন হাতের দড়ি, পায়ের বেড়ি, দিবি রে ছাই করে।
সেদিন আমার অঙ্গ তোমার অঙ্গে ওই নাচনে নাচবে রঙ্গে—
সকল দাহ মিটবে দাহে, ঘুচবে সব বালাই।।

Music — Song support end

Spot on Dancer — Spot on Speakers

নন্দিনী ও কী, অমন মুঠো পাকিয়ে হাত বের করছ কেন।

রাজা আচ্ছা, হাত সরিয়ে নিচ্ছি। পালাও তুমি, পায়রা যেমন পালায় বাজপাখির ছায়া দেখে।

নন্দিনী আচ্ছা যাই, আর তোমাকে রাগাব না।

রাজা শোনো শোনো, ফিরে এসো তুমি। নন্দিনী! নন্দিনী!

নন্দিনী কী, বলো।

Music — Sitar

রাজা সামনে তোমার মুখে-চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাতদুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর কখনো এমন করে ভাবি নি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছে করছে। তুমি জানো না, আমি কত শ্রান্ত।

নন্দিনী তুমি কি কখনো ঘুমোও না।

রাজা ঘুমোতে ভয় করে।

নন্দিনী তোমাকে আমার গানটা শুনিয়ে দিই

রাজা না গান নয়, গান নয়—

Spot on Singers

Music — Sitar end

৩য় দৃশ্য - Projection — Slide 19

Music — Song Support — violin to start

সংগীত - 4

"ভালোবাসি ভালোবাসি'

এই সুরে কাছে দূরে জলেস্থলে বাজায় বাঁশি।

আকাশে কার বুকের মাঝে

ব্যথা বাজে,

দিগন্তে কার কালো আঁখি আঁখির জলে যায় গো ভাসি।

সংগীত - 1

সন্ন্যাসী যে জাগিল ওই, জাগিল ওই, জাগিল।

হাস্য-ভরা দখিন-বায়ে অঙ্গ হতে দিল উড়ায়ে

শ্মশানচিতাভস্মরাশি— ভাগিল কোথা ভাগিল।

মানসলোকে শুভ্র আলো চূর্ণ হয়ে রঙ জাগালো,

মদির রাগ লাগিল তারে— হৃদয়ে তার লাগিল॥

আয় রে তোরা, আয় রে তোরা, আয় রে—

রঙের ধারা ওই-যে বহে যায় রে॥

সেই সুরে সাগরকূলে

বাঁধন খুলে

অতল রোদন উঠে দুলে।

সেই সুরে বাজে মনে

অকারণে

ভুলে-যাওয়া গানের বাণী, ভোলা দিনের কাঁদন হাসি।

রঙের ঝড় উচ্ছসিল গগনে,

রঙের ঢেউ রসের স্রোতে মাতিয়া ওঠে সঘনে—

ডাকিল বান আজি সে কোন্ কোটালে।

নাকাড়া বাজে, কানাড়া বাজে বাঁশিতে—

কান্নাধারা মিলিয়া গেছে হাসিতে—

প্রাণের মাঝে ফোয়ারা তার ছোটালে।

Music — Song support end

৩য় দৃশ্য - Projection — Slide 20

Music — Sitar

Spot on Dancer — Spot on Speakers

রাজা নন্দিনী, আমার কাছ থেকে তুমি প্রশ্রয় পেয়েছ, তাই ভয় কর না। আজ ভয় করতেই হবে।

নন্দিনী সবাইকে যেমন ভয় দেখিয়ে বেড়াও, আমাকেও তেমনি ভয় দেখাবে। তোমার প্রশ্রয়কে ঘৃণা করি।

রাজা ঘৃণা কর?

নন্দিনী হ্যা হ্যা - ঘৃণা করি, ঘৃণা করি?

রাজা স্পর্ধা চূর্ণ করব। তোমাকে আমার পরিচয় দেবার সময় এসেছে।

নন্দিনী পরিচয়ের অপেক্ষাতেই আছি, খোলো দ্বার।

রাজা দ্বার খোলো।

Spot on Singer

Music — Sitar end

Music — Song support

সংগীত - 4

বজ্রে তোমার বাজে বাঁশি, সে কি সহজ গান !
সেই সুরেতে জাগব আমি, দাও মোরে সেই কান।।
আমি ভুলব না আর সহজেতে, সেই প্রাণে মন উঠবে মেতে
মৃত্যু-মাঝে ঢাকা আছে যে অন্তহীন প্রাণ।।
সে ঝড় যেন সই আনন্দে চিত্তবীণার তারে
সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত নাচাও যে ঝঙ্কারে।
আরাম হতে ছিন্ন ক'রে সেই গভীরে লও গো মোরে
অশান্তির অন্তরে যেথায় শান্তি সুমহান।।

Music — Song support end

Music — Sitar (Jhala) + Tabla

৩য় দৃশ্য - Projection — Slide 21

Spot on Dancer — Spot on Speakers

রাজা আমি যৌবনকে মেরেছি-- এতদিন ধরে আমি সমস্ত শক্তি নিয়ে কেবল যৌবনকে মেরেছি। মরা-যৌবনের অভিশাপ আমাকে লেগেছে।

নন্দিনী রাজা, এইবার সময় হল।

রাজা কিসের সময়?

নন্দিনী আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার সঙ্গে আমার লড়াই।

রাজা আমার সঙ্গে লড়াই করবে তুমি! তোমাকে যে এই মুহূর্তেই মেরে ফেলতে পারি।

নন্দিনী তার পর থেকে মুহূর্তে মুহূর্তে আমার সেই মরা তোমাকে মারবে। আমার অস্ত্র নেই, আমার অস্ত্র মৃত্যু।

রাজা তা হলে কাছে এসো। সাহস আছে আমাকে বিশ্বাস করতে? চলো আমার সঙ্গে। আজ আমাকে তোমার সাথি করো, নন্দিন!

নন্দিনী কোথায় যাব?

রাজা আমার বিরুদ্ধে লড়াই করতে, কিন্তু আমারই হাতে হাত রেখে। বুঝতে পারছ না? সেই লড়াই শুরু হয়েছে। এই আমার ধ্বজা, আমি ভেঙে ফেলি ওর দণ্ড, তুমি ছিঁড়ে ফেলো ওর কেতন।এখনো অনেক ভাঙা বাকি ,তুমিও আমার সঙ্গে চলো নন্দিন, প্রলয়পথে আমার দীপশিখা ।আমারই হাতের মধ্যে, তোমার হাত এসে আমাকে মারুক, মারুক, সম্পূর্ণ মারুক-- তাতেই আমার মুক্তি।

নন্দিনী যাব আমি।

Full light

Projection off

Music — Sitar end

Music — Song support

সমবেত নৃত্য , নন্দিনী

সমবেত সংগীত -

ভেঙেছে দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়, তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়, তোমারি হউক জয়।।
হে বিজয়ী বীর, নব জীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে—
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে, বন্ধন হোক ক্ষয়।।
এসো দু:সহ, এসো এসো নির্দয়, তোমারি হউক জয়।
এসো নির্মল, এসো এসো নির্ভয়, তোমারি হউক জয়।
প্রভাতসূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য বাজে—
অরুণবহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে, মৃত্যুর হোক লয়।।

Music — Song support end